দৈনিক সংবাদ
তারিখ 02 APR 1997
পৃঃ ৪ কলাম ২

# বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পদাধিকারবলে চ্যান্সেলর করা হয়েছিল বিধি পাল্টিয়ে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতিকে এই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত শনিবার শিক্ষামন্ত্রণালয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি নির্দেশটি দেন। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশকে আমরা স্বাগত জানাই।

বিগত সরকারের আমলে দেশের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ব্যক্তিবিশেষের ওপর দৃষ্টি রেখে প্রধানমন্ত্রীকে কোন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের পদমর্যাদা দেয়া হয়েছিল। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক বাস্তবতা বলেই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই পদক্ষেপ অভিনন্দিত হয়নি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ বিসদৃশ একটি রীতি বাতিল করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদটি দলীয় রাজনীতির ছাপ থেকে মুক্ত হবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলরের পদটি এদেশে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। স্বাধীনতার আগে প্রাদেশিক গভর্নর এই পদটি অলংকৃত করতেন। প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় কোন সরকারের প্রধানই চ্যান্সেলরের পদটি দাবি করেননি। বিগত সরকারের আমলে এমন একজনকে রাষ্ট্রপতি করা হয়, শিক্ষাঙ্গনে যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এরই সুযোগ নিয়ে চ্যান্সেলরের পদটি 'হাইজ্যাক' করা হয়েছিল। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিনের একটি ঐতিহ্য ভেঙে সায় দিয়েছিল, বোধ হয় বাধ্য হয়েই। এখন তাদের ওপর দায়িত্ব পড়েছে ঐতিহ্য পুনর্বহাল করার। কাজটি যত তাড়াতাড়ি করা হয় ততই মঙ্গল।

বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আদলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামো গড়ে উঠেছে। বৃটেনে চ্যান্সেলরের পোশাকি পদটি অলংকৃত করেন ব্যক্তিবিশেষ যিনি রাজপরিবারের কেউ কিংবা সমাজের বিশেষভাবে সম্মানিত ব্যক্তি। কে কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হবে, তা 'নির্বাচন' করারও একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বৃটিশ রাজতন্ত্রে। আমরা সম্মানিত এই পদটিকে কোনভাবেই বিতর্কিত করতে চাই না বলে পদাধিকারবলে রাষ্ট্রপ্রধানকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে চেয়েছিলাম। বিগত সরকার কেন এই প্রথা বদলে দিলেন তা কখনোই ব্যাখ্যা করেননি। ব্যাখ্যাটি যে বিব্রতকর হতো সন্দেহ নেই।

পরিবর্তনশীল জগতে সব রীতিনীতিই অপরিবর্তিত রাখতে হবে, সেকথা কেউ বলবেন না। তবে ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে ফেলাটা যে ভাল নয়, তা বর্তমান বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীরাও স্বীকার করবেন। গত ২১ বছরে পরিবর্তনের নামে অনেক ঐতিহ্যই ভাঙা হয়েছে। বর্তমান সরকার তার কিছু কিছু জোড়া দিয়েছেন। চ্যান্সেলরের পদটিকে রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে রাখার ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তার একটি বলে আমরা মনে করি।